জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

যথাযথ মর্যাদা ও উৎসবের আবহে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৬ উদযাপিত হয়েছে।

শুক্রবার (২৭ মার্চ) নিউইয়র্কের একটি হোটেলে আয়োজিত সংবর্ধনায় জাতিসংঘে কর্মরত প্রায় ১৫০টি দেশের স্থায়ী প্রতিনিধি, সংস্থাটির উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কূটনীতিক এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। তিনি বলেন, ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশ বহুপাক্ষিক সহযোগিতাকে পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম ভিত্তি হিসেবে অনুসরণ করে আসছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় দেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে তিনি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা এবং রোহিঙ্গাদের জন্য চলমান মানবিক সহায়তার বিষয়টি তুলে ধরেন। পাশাপাশি গত পাঁচ দশকে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে জাতিসংঘ সনদের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতির কথাও উল্লেখ করেন।

এর আগে, অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী স্বাগত বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, ২৬ মার্চ শুধু একটি রাষ্ট্রের জন্মদিন নয়, এটি বাঙালির অদম্য চেতনা, মর্যাদা ও স্বাধীনতার প্রতীক।

দিবসটি উপলক্ষে সকালে মিশনের অডিটোরিয়ামে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাণী পাঠ করা হয় এবং স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

LENS ASIA